ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL 17 1999
পৃ ১ কলাম ৪

71

সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজে অচলাবস্থা

অধ্যক্ষের অপসারণ দাবিতে সব কক্ষে তালা

সুভাষ চৌধুরী, সাতক্ষীরা থেকে : ব্যাপক দুর্নীতি ও অসদাচরণের সুনির্দিষ্ট অভিযোগে অধ্যক্ষের অপসারণ দাবিতে অনড় ছাত্রীরা, অফিস ও শ্রেণীকক্ষসহ সকল রুমে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ায় সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

কদিন আগে এক মিছিল ও স্মারকলিপির মাধ্যমে ছাত্রীরা তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১৩ জুলাই পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়। এই সময়সীমার মধ্যে অধ্যক্ষ আবদুল মুত্তালিব চৌধুরীকে অপসারণ না করায় ১৪ জুলাই সকালে ছাত্রীরা কলেজে তালা ঝুলায়। অধ্যক্ষ এদিন বেলা ১১টায় কলেজে ঢুকে মিনিট, তিনেকের মধ্যে চলে যান। কলেজের বারান্দায় দণ্ডায়মান শিক্ষক-কর্মচারীরাও শেষ পর্যন্ত চলে যেতে বাধ্য হন। কাল বৃহস্পতিবারও ছিল একই অবস্থা।

ছাত্রীরা তাদের অভিযোগে উল্লেখ করে যে, অধ্যক্ষ আবদুল মুত্তালিব চৌধুরীর দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও অসদাচরণের কারণে কলেজে দীর্ঘদিন যাবৎ অস্বস্তিকর অবস্থা বিরাজ করছে। বিভিন্ন পরীক্ষার ফিস আদায় করেও পরীক্ষা গ্রহণ না করা, বাধ্যতামূলকভাবে ননকলেজিয়েট ও ডিসকলেজিয়েট ফিস আদায় করে আত্মসাৎ করার অভিযোগ আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। এ ছাড়া কলেজ গেইটে পথচারীদের গাড়ি পার্কিঙের সুযোগ দিয়ে অর্থ আদায়, হোস্টেলের জন্য নিযুক্ত নাইট গার্ডকে অধ্যক্ষের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করে ছাত্রীদের নিরাপত্তাহীন করে তোলা, প্রায় সময়ই অনুপস্থিত থেকে কলেজের স্বাভাবিক কাজকর্ম বিঘ্নিত করা ছাড়াও তার বিরুদ্ধে হোস্টেল ব্যবস্থাপনায় অবহেলা, ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় না রাখার অভিযোগও আনা হয়েছে। অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শিক্ষক ও ছাত্রীদের সঙ্গে অসদাচরণ এবং নির্যাতনমূলক আচরণেরও অভিযোগ আনা হয়।

এদিকে ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ইদ্রিস আলি এবং ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আইয়ুব আলি মাসে দু-চার দিনের বেশি কলেজে আসেন না। ফেরদৌসি বেগম নামে একজন অধ্যাপিকাকে বিজ্ঞান বিভাগ না থাকা সত্ত্বেও প্রাণিবিদ্যা বিভাগে যোগদান দেখিয়ে অধ্যক্ষ এক বছরেরও বেশি সময় যাবৎ সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ভূগোল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবদুল মজিদ ব্যবহারিক খাতা অংকন করে দেওয়ার নামে ছাত্রীদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে মাথাপ্রতি দেড়শ টাকা আদায় করে আসছেন। অপরদিকে কয়েকজন শিক্ষক দিয়ে এখতিয়ারবহির্ভূত ডিসকলেজিয়েট ফিস আদায় এবং ননকলেজিয়েট ফিস আত্মসাৎ করার অভিযোগও রয়েছে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে। সাধারণ ছাত্রী ও শিক্ষকরা সাময়িক পরীক্ষা গ্রহণ না করায় কলেজে শিক্ষার মান বিনষ্টের অভিযোগ এনেছেন।

এদিকে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতি যৌথভাবে অধ্যক্ষের দুর্নীতি ও অসদাচরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে। গত ১০ জুলাই সাতক্ষীরার ডিসি এসব অভিযোগের ব্যাপারে এক সদস্যের তদন্ত টিম গঠন করেন। আনুষ্ঠানিক কোনো তদন্ত এখনো হয়নি বলে জানা গেছে। এদিকে, ছাত্রীরাও তাদের দাবিতে অনমনীয় রয়েছে। ইতিমধ্যেই সাতক্ষীরা সদর ও আশাশুনির সাংসদ এবং পৌর চেয়ারম্যান শেখ আশরাফুল হকসহ সকল কমিশনার অধ্যক্ষের অপসারণ দাবি করেছেন। কলেজ গেইটে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। অধ্যক্ষ বহিরাগতদের নিয়ে কলেজে ঢুকার চেষ্টা করছেন বলে ছাত্রীরা অভিযোগ করেছে। এই আন্দোলনের কারণে আগামী ১৮ জুলাই এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।